তারিখ ... 19 SEP 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

সংবাদ

সরকারি কলেজ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্থানান্তর নিয়ে বেকায়দায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়

রাকিব উদ্দিন

সরকারি কলেজগুলোকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্থানান্তর করতে শক্ত অবস্থান নিয়েছে সরকারের উচ্চ মহল। কিন্তু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও বিসিএস শিক্ষা সমিতির অনীহার কারণে কলেজ স্থানান্তর প্রক্রিয়া নিয়ে বেকায়দায় পড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আবার মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরও (মাউশি) কলেজ শিক্ষার নিয়ন্ত্রণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেয়ার পক্ষে নয়। এসব কারণে প্রায় দুই বছর ধরে কলেজ স্থানান্তর প্রক্রিয়া আটকে রয়েছে। আবার সরকারি কলেজগুলোও অধিভুক্তির বিরোধিতা করে আসছে।

এই অবস্থায় সরকারি কলেজ হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন সরকারি : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

সরকারি : কলেজ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

(ইউজিসি)। সংস্থাটি ২৮১টি (বর্তমানে ৩৩৩টি) সরকারি কলেজ ২০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিতে চলতি অর্থবছরে অতিরিক্ত ৩০ কোটি টাকা চেয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে।

এ ব্যাপারে ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক আব্দুল মান্নান বলেন, এটি প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন। সরকারি কলেজগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গেলে কলেজের শিক্ষার মান বাড়বে, সেশনজট কমবে। এজন্য সব কার্যক্রম দ্রুত শেষ করা হচ্ছে।

গত ৭ সেপ্টেম্বর ইউজিসি থেকে শিক্ষা সচিবের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে বলা হয়, 'প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে সরকারি কলেজগুলোর অধীনে নিতে এসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন করে কলেজ পরিদর্শকের কার্যালয় খুলতে হবে। প্রথম পর্যায়ে ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন করে অন্তত ৮৩০ জন জনবল নিয়োগ দিতে হবে। এতে বেতন-ভাতা বাবদ প্রতিবছর আরও ৩০ কোটি টাকা বেশি ব্যয় হবে।' এ ব্যাপারে জানতে চাইলে সরকারি কলেজ শিক্ষকদের সংগঠন 'বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি'র মহাসচিব শাহেদুল কবীর চৌধুরী সংবাদকে বলেন, 'সরকারি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ট্রান্সফরমেশন (স্থানান্তর) একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ। সরকার যদি মনে শিক্ষার মান বৃদ্ধি বা অন্য কোন কারণে এটা করা প্রয়োজন সেক্ষেত্রে আমাদের দ্বিমত নেই। কিন্তু এটা কীভাবে, কোন প্রক্রিয়ায় করা হবে সে সম্পর্কে আমরা অবহিত নই। এসব বিষয় পরিষ্কার হলে সমিতির পক্ষ থেকে শিক্ষকদের অবস্থান সরকারকে জানানো হবে।'

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অধিভুক্ত কলেজগুলোর শিক্ষাবর্ষের কার্যক্রম, অধিভুক্তি নবায়ন, সিলেবাস নির্ধারণ, কোর্স-কারিকুলাম তৈরি, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশ করবে।

এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সাংবাদিকদের বলেন, কলেজগুলোকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেয়া জটিল ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল। বিষয়টি মোটামুটি চূড়ান্ত করা হয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলোর এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেই। কলেজগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিতে নিবন্ধন করতে হবে এবং লোকবল লাগবে। পরীক্ষা নিতেও অবকাঠামোর প্রয়োজন পড়বে। এজন্য পর্যায়ক্রমে এসবের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

২০ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সরকারি কলেজ

জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ মোট ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সংশ্লিষ্ট জেলা-উপজেলার সরকারি কলেজগুলোকে অধিভুক্ত করা হবে। এর মধ্যে রয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নেয়া হচ্ছে নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর ও জয়পুরহাটের সরকারি কলেজগুলোকে। খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরার কলেজগুলো যাচ্ছে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যাচ্ছে যশোর, চুয়াডাঙ্গা, নড়াইল, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ ও মাগুরা কলেজ। ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুরের কলেজগুলো যাচ্ছে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যাচ্ছে কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুরের কলেজগুলো। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যাবে সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারের কলেজগুলো। সিরাজগঞ্জ, পাবনা, বগুড়ার কলেজ যাবে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে।

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হবে ভোলা, বরিশাল, পিরোজপুর, পটুয়াখালী ও ঝালকাঠির কলেজগুলো। পঞ্চগড়, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁওয়ের সরকারি কলেজগুলো যাবে হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে।

এছাড়া কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, রংপুর, গাইবান্ধা, নীলফামারী জেলার সরকারি কলেজগুলো যাবে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। শিক্ষা সচিবকে দেয়া ইউজিসির চিঠিতে আরও বলা হয়, কলেজ পরিদর্শন দফতরে কেবল জনবল নিয়োগ দিলেই চলবে না। সেখানে ভৌত অবকাঠামো আবশ্যক। এজন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাছে চাহিদাপত্র চাওয়া হয়েছে। এতে আনুমানিক ৫০০ কোটি টাকার প্রয়োজন হতে পারে। ঢাকা, রাজশাহী, জাহাঙ্গীরনগর, চট্টগ্রাম এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধিভুক্ত কলেজগুলো পরিচালনা করার মতো অভিজ্ঞ জনবল নেই। এজন্য ৮৩০ জন জনবল নিয়োগের পর তাদের জরুরি ভিত্তিতে ঢাকায় এনে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় সরকারের এই উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত হবে বলে ইউজিসির চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ঢাকা কলেজের একাধিক শিক্ষক সংবাদকে বলেন, 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যর্থতার কারণে সেশনজট হচ্ছে। এই ব্যর্থতার দায় কলেজের ওপর চাপানো যুক্তিযুক্ত নয়।'

ইউজিসির চিঠিতে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পুরনো ২/৩টি ছাড়া বাকিগুলোর আইনে কলেজ অধিভুক্ত করার বিধান নেই। এ কারণে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন সংশোধন করতে হবে। সরকারি কলেজগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে গেলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১ লাখ শিক্ষার্থীর মধ্যে ১২ লাখ চলে যাবে। এতে বাকি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে যে টাকা আদায় হবে তা দিয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের ভেতন-ভাতা দেয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব হবে না। কারণ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের কাছ থেকে মঞ্জুরি হিসেবে কোনো অর্থ সহায়তা নিচ্ছে না। কিন্তু অধিভুক্ত করা হলে তখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অর্থ বরাদ্দ দিতে হবে।

জাতীয়করণসহ বর্তমানে দেশে ৩৩৩টি সরকারি কলেজ রয়েছে। এছাড়া আরও কলেজ জাতীয়করণের কাজ চলছে।